ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১২ সংখ্যা : ৪৬
এপ্রিল-জুন : ২০১৬

পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন ২০১৩ : একটি পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম*

Parents Maintenance Act 2013 : an Analytical study

Abstract

With the current socio-economic context in Bangladesh the Government of Bangladesh has enacted Parents Maintenance Act 2013. In fact, parents have a significant position in the lives of every human being. They even exaust their all abilities and capacities to ensure a bright future for their children. Thus at a stage they become old aged and dependent on their children. Therefore, once the children become grown-up and capable it is their obligation to perform their overall duties of maintenance of their parents. Against this backdrop, the Government of Bangladesh has enacted this law, which is the first law of this kind in Bangladesh. Most of the people in Bangladesh are Muslims. It is to be noted that Islam has also given due emphasize on performing duties towards parents. This article critically analyses this act introduced by the Government of Bangladesh in light of the Holy Quran and the Sunnah and presents necessary recommnedations therein. The article has been prepared following a critical analytical method of description. This article offers understanding of the above act in the Islamic perspective by offering a comparative assessment of this act with Islamic Sharī'ah.

Keywords: parents; maintenance; children; good manners; law

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে পিতা-মাতার গুরুত্ব অপরিসীম। সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত রচনায় পিতা-মাতা তিলে তিলে নিজের জীবন ও সামর্থ্যকে ক্ষয় করে এক সময় বার্ধক্যে উপনীত হন, কর্মক্ষম হাত পাগুলো নিশ্চল হয়ে পড়ে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন সন্তানের উপর। তাই সন্তান যখন সামর্থ্যবান হবে, তখন পিতা-মাতার সার্বিক ভরণ-পোষণ তাদের দায়িত্ব ও আবশ্যকীয় কর্তব্য। আইনটি এ বিষয়ে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম আইন। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক মুসলিম। ইসলামেও পিতা-মাতার সার্বিক সেবাযত্নের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত আইনটির পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ উপস্থাপন করা হবে। প্রবন্ধটি প্রণয়নে বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও সমালোচনামূলক গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অত্র আইনের নানা অনুষঙ্গের ইসলামী দৃষ্টিকোণ অবগত হওয়ার পাশাপাশি এ বিষয়ক ইসলামী আইনের সাথে তুলনা করা সম্ভব হবে।

শব্দ সংকেত : পিতা-মাতা; ভরণ-পোষণ; সন্তান; সদাচরণ; আইন।

ভূমিকা

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে তাঁর খলীফা হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন এবং তার জীবন পরিচালনার জন্য পথ দেখিয়েছেন। এজন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাদের মাধ্যমে মানব জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। মানুষের পৃথিবীতে আগমনের মাধ্যম হলো তার পিতা-মাতা। পৃথিবীতে একজন মানব সন্তান আগমনের পূর্বে ও পরে পিতা-মাতা তার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের লালন পালন করেন। পিতা-মাতার মাধ্যমেই পৃথিবীতে মানুষের বিস্তার ও বংশ পরিক্রমা নির্ধারিত হয়। পৃথিবীতে আলোর মুখ দেখার সৌভাগ্য মানুষ পিতা-মাতার মাধ্যমেই পেয়ে থাকে। তাই মানুষের জীবনে পিতা-মাতার স্থান ও অধিকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তাঁর ইবাদত করার নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথেই পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্র অধিকারের পাশাপাশি পিতা-মাতার অধিকারের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। সন্তানের নিকট থেকে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সদাচরণ পাওয়া পিতা-মাতার নৈতিক ও আইনী অধিকার। বিশেষভাবে তারা যখন বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হন এবং কর্মক্ষম থাকেন না, তখন তারা ভরণ-পোষণ ও সেবা-যত্ন পাওয়ার জন্য সন্তানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। সন্তানের কর্তব্য, তার পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ-এর দায়িত্ব গ্রহণ করা, অসুস্থ হলে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং তাঁদেরকে সঙ্গ দেয়া এবং তাদের মনে কষ্ট পাবার মতো কোন ব্যবহার না করা।

পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন ২০১৩

সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন ২০১৩ শিরোনামে একটি আইন প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত আইনটি ২৭ অক্টোবর ২০১৩/ ১২ কার্তিক ১৪২০ তারিখ রোববার রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর আইন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যা হিসেবে বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় কর্তৃক মুদ্রিত ও বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

আইনটি প্রণয়নের কারণ

'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ' আইনটি প্রণয়নের কারণ বা ব্যাখ্যা গেজেটে উল্লেখ করা হয়নি। তবে আইনে বলা হয়েছে, 'যেহেতু সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল।' মূলত বাংলাদেশের বর্তমান সমাজের নৈতিক অবক্ষয়, সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের স্খলনের কারণে পারিবারিক বন্ধন ও দায়িত্ববোধে শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়। পিতা-মাতাসহ সমাজের বৃদ্ধ ও প্রবীণ শ্রেণীর প্রতি দায়িত্ব পালন ও তাঁদের প্রতি গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদে প্রায়ই পিতা-মাতার প্রতি অসদাচরণের সংবাদ পরিলক্ষিত হয়। এ দেশের নব্বই শতাংশ লোক মুসলিম হলেও পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষার অনুপস্থিতিতে মুসলিম সমাজে ইসলামী অনুশাসনের যথাযথ চর্চা নেই এবং ইসলামের শিক্ষা, বিধি-বিধান ও আইন পরিপালনে শিথিলতা লক্ষণীয়। এ প্রেক্ষিতে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩'-এর পর্যালোচনা

পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশে এ বিষয়ে প্রণীত এটিই প্রথম আইন। সাধারণ মানুষের মধ্যে পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিম্নে আইনটির পর্যালোচনা ও সীমাবদ্ধতাগুলো আলোচনা করা হলো:

০১. শিরোনাম ও সংজ্ঞা

"পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩" শিরোনামে আইনটি ২০১৩ সনের ৪৯ নং আইন, যা সংসদ কর্তৃক গৃহীত ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মতি লাভ করেছে। উক্ত আইনে ধারা ২(ক) তে পিতা বলতে সন্তানের জনককে বুঝানো হয়েছে।

'ভরণ-পোষণ' বলতে খাওয়া-দাওয়া, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং সঙ্গ প্রদানকে বুঝানো হয়েছে। 'সন্তানের মাতা' বলতে সন্তানের গর্ভধারিণী এবং 'সন্তান'

বলতে পিতার ঔরসে ও মাতার গর্ভে জন্ম গ্রহণকারী সক্ষম ও সামর্থ্যবান পুত্র বা কন্যাকে বুঝানো হয়েছে।[১]

- **সীমাবদ্ধতা**

➢ **অসদাচরণ-এর বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি**

উল্লিখিত আইনে ভরণ-পোষণ অর্থ খাওয়া-দাওয়া, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বসবাসের সুবিধা এবং সঙ্গ প্রদানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ, শ্রদ্ধাবোধ, কর্কশ ভাষায় কথা না বলা, কষ্ট না দেয়া, তাদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা, তাদের আনুগত্য স্বীকার করা ইত্যাদি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অনেক সময় শারীরিকভাবে কষ্টের মতোই মানসিক কষ্টও পীড়াদায়ক এবং নির্যাতনের পর্যায়ে পড়ে।

➢ **'সক্ষম' ও 'সামর্থ্যবান'-এর ব্যাখ্যা অনুপস্থিত**

আইনের ২ নং ধারার (ঘ) অনুচ্ছেদে 'সন্তান' বলতে পিতার ঔরসে এবং মাতার গর্ভে জন্ম নেয়া সক্ষম ও সামর্থ্যবান পুত্র বা কন্যাকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু 'সক্ষম' ও 'সামর্থ্যবান'-এর কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। আমাদের সমাজে শিক্ষিত অনেক বেকার রয়েছেন, যারা যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থান পাচ্ছেন না। এ ছাড়া পিতা-মাতার সন্তান যদি বেকার থাকে অথবা যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরি না পায়, তাহলে এ আইনের আলোকে সে কীভাবে দায়িত্ব পালন করবে তার বিকল্প কোন দিকনির্দেশনা দেয়া হয়নি। 'সক্ষম' ও 'সামর্থ্যবান-এর বয়স নির্ধারিত নেই এবং সংজ্ঞাও দেয়া হয়নি।

➢ **পুত্র ও কন্যার ওপর সমান আর্থিক দায়িত্ব আরোপ**

আইনটির ২ নং ধারার আলোকে বলা যায়, পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে সক্ষম ও সামর্থ্যবান পুত্র বা কন্যাকে সমানভাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে । কিন্তু বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় আর্থিক সংগতি ও দায় দায়িত্ব পুরুষ ও নারীর উপর সমানভাবে প্রযোজ্য হতে দেখা যায় না। আর্থিক বিষয়ে সামর্থ্য ও দায়িত্ব পুত্র বা পুরুষগণ বেশি পালন করে থাকেন। কন্যা বা নারীগণ বিবাহ-পরবর্তী জীবনে স্বামীর সংসারের দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অনেক সময় নারীদের কোন নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা থাকে না এবং আর্থিক বিষয়ে তারা স্বামীদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এ সকল অবস্থায় পুত্র ও কন্যা উভয়ের আর্থিক সক্ষমতা সমান না হওয়া সত্ত্বেও সমান দায়িত্ব পালন কতটুকু সম্ভব তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। যা উক্ত আইনে সুস্পষ্ট নয়।

---

১. পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন ২০১৩, বাংলাদেশ গেজেট, রেজিস্টার্ড নং ডি, এ-১ বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় কর্তৃক মুদ্রিত ও বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। আইন নং ৪৯, ধারা-২

ইসলামী ফিক্‌হ প্রদত্ত 'পিতা-মাতা' ও 'ভরণ-পোষণ'-এর সংজ্ঞা

'পিতা ও মাতা'-এর সংজ্ঞায় ইসলামী ফিক্‌হ বিশ্বকোষ 'আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ'তে বলা হয়েছে, পিতা এর অর্থ জন্মদাতা, যার বীর্য থেকে আরেকজন মানুষ জন্মগ্রহণ করে। এর আরবী প্রতিশব্দ হল 'আব' (أَبٌ)। 'আব' শব্দটির কয়েকটি বহুবচন রয়েছে। এর মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ হলো 'আবা' (آبَاءٌ)। পরিভাষায়, এমন ব্যক্তিকে পিতা বলা হয়, সরাসরি যার শরীয়তসম্মত স্ত্রীর সাথে যৌন সংসর্গের ভিত্তিতে আরেক মানুষ জন্মগ্রহণ করে। যে নারী অপরের সন্তানকে দুধ পান করায়, সাধারণত তার স্বামীকেও দুধপানকারীর পিতা বলা হয়।[২] পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং শেষ নবী।[৩]

অভিধানে কোন কিছুর মূলকে উম্মুন বা মাতা বলা হয়। 'উম্মুন' অর্থ মাতা; জননী। আরবীতে শব্দটির বহুবচন 'উম্মাহাত' ও 'উম্মাত'। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রথম শব্দটি মানবজাতির জন্য এবং দ্বিতীয় শব্দটি জীবজন্তুর জন্য ব্যবহৃত হয়। ফকীহগণ বলেন, যে নারীর গর্ভ থেকে মানুষ জন্মলাভ করে তিনি সেই মানুষের প্রকৃত মাতা। আর যে নারীর সন্তান কাউকে জন্ম দেয় সেই নারীও রূপকার্থে তার মাতা। পিতার মা হলে তিনি দাদী এবং মায়ের মা হলে তিনি নানী। যে মহিলা কোন শিশুকে দুধ পান করান, অথচ তাকে গর্ভে ধারণ করেননি, তিনি তার দুধমাতা।[৪]

পবিত্র কুরআনে এ শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ

আর আমি মূসা-এর মায়ের প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম যে, তাকে দুধ পান করাতে থাক।[৫]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই যারা তাদেরকে জন্মদান করেছেন। তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ মার্জনাকারী ও ক্ষমাশীল।[৬]

২. আবদুল মান্নান তালিব (প্রধান সম্পা.), *আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ, ইসলামের পারিবারিক আইন* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিচার্স এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১২), খ. ১, পৃ. ৯১

৩. আল-কুরআন, ৩৩ : ৪০

৪. *আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ*, পৃ. ৮৪

৫. আল-কুরআন, ২৮ : ০৭

৬. আল-কুরআন, ৫৮ : ০২

আরবীতে জন্মদাতা ও জন্মদাত্রীকে যথাক্রমে والد ও والدة বলা হয়। অতএব পিতা-মাতার সংজ্ঞার ক্ষেত্রে এ আইন ও ফকীহগণের মতামতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

'ভরণ-পোষণ' শব্দটির আরবী প্রতিশব্দ হলো নাফাকাতুন। এর অর্থ হলো খরচ, ব্যয়, জীবন নির্বাহের ব্যয়, খোরপোষ। পরিভাষায়, 'নাফাকাহ' বা খোরপোষ হলো অপচয় ছাড়া যার ওপর ভিত্তি করে মানুষ জীবনধারণ করে।[৭] অর্থাৎ যা জীবন ধারণের ভিত্তি। সুতরাং জীবন ধারণের মৌলিক চাহিদাসমূহ তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে? বল, 'তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করবে, তা পিতা-মাতা, আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য। আর যে কোন ভাল কাজ তোমরা কর, নিশ্চয় সে ব্যাপারে আল্লাহ্‌ সুপরিজ্ঞাত।[৮]

'নাফাকাতুন' পরিভাষাটির সাথে সংশ্লিষ্ট আরেকটি পরিভাষা হলো 'আল-'আতা' (العطاء) অর্থাৎ বৃত্তি, অনুদান। রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান হকদারদের জন্য বায়তুলমাল থেকে যা নির্ধারণ করেন তাকে আল-'আতা বা বৃত্তি বলা হয়। 'নাফাকাহ' ও 'আতা'-এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে 'নাফাকাহ' শরী'আহ্‌ কর্তৃক ধার্য হয়, আর 'বৃত্তি' রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান কর্তৃক ধার্য হয়।[৯] এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ

বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত, সে আল্লাহ্‌ তাকে যা দান করেছেন তা হতে দান করবে।[১০]

আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

পিতার কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা।[১১]

৭. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ২, পৃ. ১০৩

النَّفَقَةُ فِي الاِصْطِلاَحِ : مَا بِهِ قَوَامُ مُعْتَادٌ حَال الآْدَمِيِّ دُونَ سَرَفٍ .

৮. আল কুরআন ০২ : ২১৫

৯. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ২, পৃ. ১০৪

১০. আল-কুরআন, ৬৫ : ০৭

১১. আল-কুরআন, ০২ : ২৩৩

০২. পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ

আইনের ৩নং ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক সন্তানকে তার পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন পিতা-মাতার একাধিক সন্তান থাকলে তারা আলোচনার মাধ্যমে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিশ্চিত করবেন এবং তা নিশ্চিত করার জন্য সন্তানদেরকে তাদের পিতা-মাতার সাথে একসঙ্গে এবং একস্থানে বসবাস নিশ্চিত করতে হবে।[১২]

আইনের ৩ নং ধারার (৪) এ বলা হয়েছে, পিতা-মাতাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৃদ্ধ নিবাসে বসবাস করতে বাধ্য করা যাবে না কিংবা আলাদাভাবে বসবাস করতে বাধ্য করা যাবে না। ধারা ৩ (৪) নং উপধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক সন্তান তাঁর পিতা-মাতার স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখবে এবং প্রয়োজনে চিকিৎসা সেবা ও পরিচর্যা করবে। ৩নং ধারার (৬) নং উপধারায় বলা হয়েছে, পিতা বা মাতা কিংবা উভয়ে সন্তান থেকে পৃথক বসবাস করলে সেক্ষেত্রে তাদের সাথে নিয়মিত সাক্ষাৎ করতে হবে।

আইনের ৩নং ধারা এর (৭) নং উপধারায় বলা হয়েছে যে, পিতা-মাতা সন্তানদের সাথে বসবাস না করে পৃথকভাবে বসবাস করলে সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক সন্তান তার মাসিক বা বাৎসরিক আয় হতে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ তার পিতা বা মাতা বা ক্ষেত্র হিসেবে উভয়কে নিয়মিতভাবে প্রদান করবে।

- **সীমাবদ্ধতা**

➢ **সন্তানদের সাথে একত্রে বসবাস**

উল্লিখিত আইনের ৩ নং ধারায় ১ থেকে ৭ পর্যন্ত মোট সাতটি উপধারায় ভরণ-পোষণের বিস্তারিত দিক নির্দেশনা ও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। যথা পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করা, একাধিক সন্তানের ক্ষেত্রে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তা নির্ধারণ করা, বৃদ্ধ নিবাসে বসবাসে বাধ্য না করা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা ও পরিচর্যা করা এবং মাসিক আয় থেকে অর্থ প্রদান করা।

৩ নং উপধারায় পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করার জন্য সন্তানকে পিতা-মাতার সাথে একইসঙ্গে একইস্থানে বসবাস নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙ্গে একক পরিবার প্রথা গড়ে ওঠছে। কর্মসংস্থানের তাগিদে গ্রাম অঞ্চল থেকে মানুষ শহরমুখী হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষাপটে এর দিক নির্দেশনা অনুপস্থিত। এ ছাড়া কর্মজীবী সন্তানদের তাদের পিতা-মাতার সাথে একই স্থানে বসবাস করার বিধান বাধ্যতামূলক করা হলে তা নতুন জটিলতা তৈরি করবে। উপেক্ষা নয়; সম্মান ও সহানুভূতি বজায় রেখে পিতা-মাতাকে তাদের পছন্দনীয় আবাসস্থলেই রাখা বেশি কল্যাণজনক হবে।

১২. পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩, ধারা-৩

➢ **যুক্তিসঙ্গত ভরণ-পোষণ-এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি**

৭নং উপধারায় বলা হয়েছে, পিতা বা মাতা কিংবা উভয়ে সন্তানের সাথে বসবাস না করে পৃথকভাবে বসবাস করলে সে ক্ষেত্রে সন্তান তার দৈনন্দিন আয় রোজগার বা মাসিক আয় বা বার্ষিক আয় থেকে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ পিতা-মাতাকে প্রদান করবে। এ ধারায় 'যুক্তিসঙ্গত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে; কিন্তু এর সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। ২নং ধারায় 'ভরণ-পোষণ' বলতে খাওয়া-দাওয়া, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বসবাসের সুবিধার কথা বলা হয়েছে। ৭নং উপধারায় বর্ণিত 'যুক্তিসঙ্গত' অর্থ দ্বারা ২নং ধারার 'ভরণ-পোষণ' সম্পন্ন হবে কিনা তা স্পষ্ট নয়। যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ দ্বারা ভরণ-পোষণ সম্ভব না হলে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে অথবা সন্তানের আয় দ্বারা তার নিজেরই খরচ সংকুলান না হলে অথবা সন্তান নিজেই যদি পিতা-মাতার উপর বোঝা হয়ে থাকেন তাহলে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, এর দিকনির্দেশনা স্পষ্ট করা হয়নি।

পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

আমি মানুষদের এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছি যে, তারা যেন পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে। তার মা কষ্ট করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট করেই তাকে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধপান করাতে ত্রিশ মাস লেগেছে। এমন কি যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছেছে এবং তারপর চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়েছে তখন বলেছে : "হে আমার রব, তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যেসব নিয়ামত দান করেছো আমাকে তার শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক দাও। আর এমন সৎ কাজ করার তাওফীক দাও যা তুমি পছন্দ করো। আমার জন্য আমার সন্তানদেরকে সৎ বানিয়ে আমি তোমার কাছে তাওবা করছি। আমি নির্দেশের অনুগত (মুসলিম) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।"[১৩]

আলোচ্য আয়াতে ওসিয়ত শব্দের অর্থ তাকীদপূর্ণ নির্দেশ এবং ইহসান অর্থ সদ্ব্যবহার। এর মধ্যে সেবা-যত্ন, আনুগত্য, সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শনও অন্তর্ভুক্ত। 'কুরহুন' (كره) শব্দের অর্থ সে কষ্ট যা মানুষ কোন কারণবশত সহ্য করে থাকে অথবা যে কষ্ট সহ্য করতে অন্য কেউ বাধ্য করে। এ বাক্যটি প্রথম বাক্যেরই তাকীদ।[১৪] অর্থাৎ পিতা-মাতার সেবা-যত্ন ও আনুগত্য জরুরী হবার কারণ এই যে, তারা

১৩. আল-কুরআন, ৪৬ : ১৫

১৪. মুফতী মুহাম্মদ শাফী রহ., *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, অনুবাদ: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (মদীনা মুনাওওয়ারাহ : বাদশাহ ফাহাদ মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.), পৃ. ১২৪৯

তোমাদের জন্য অনেক কষ্টই সহ্য করেছেন। এই আয়াতে আরেকটি বিষয়ের প্রতি ইংগিত রয়েছে, তা হলো মাতার হক পিতার হক অপেক্ষা বেশি, যা আমরা হাদীস থেকে প্রমাণ পাই। আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك.
>
> এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স. এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার উত্তম সাহচর্যের অধিকতর হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে পুনরায় বলল, এরপর কে? তিনি বললেন, এরপরও তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, অতঃপর তোমার পিতা।[১৫]

পিতা-মাতার সন্তুষ্টিই আল্লাহর সন্তুষ্টি

পিতা-মাতার সেবা করা এবং তাদের অনুগত হওয়ার সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন, যার মাধ্যমে জান্নাতের পথ সুগম হয়। অন্যদিকে তাদের অধিকার পদদলিত কিংবা অবহেলিত হলে তাদের অসন্তুষ্টির কারণে জাহান্নামের রাস্তাও খুলে যেতে পারে। পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ। তাদের আনুগত্য করলে আল্লাহর নির্দেশ পালন করা হয়। এর জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে অনেক কল্যাণ ও সওয়াব রয়েছে। পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের ইহকালীন ও পরকালীন উভয় গুরুত্ব রয়েছে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ স.-এর একটি হাদীসে এসেছে, ইবনে উমার রা. বলেন, (কারো প্রতি তার) পিতা সন্তুষ্ট থাকলে প্রভুও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং তার পিতা অসন্তুষ্ট থাকলে প্রভুও অসন্তুষ্ট থাকেন।[১৬]

০৩. পিতা-মাতার অবর্তমানে দাদাদাদী, নানানানীর ভরণ-পোষণ

আইনের ৪ নং ধারায় পিতার অবর্তমানে দাদাদাদীকে এবং মাতার অবর্তমানে নানানানীকে ভরণ-পোষণের কথা বলা হয়েছে এবং তাদের এই ভরণ-পোষণ পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ হিসেবে গণ্য হবে।[১৭]

---

১৫. ইমাম বুখারী, *আল জামি' আস সহীহ*, কিতাবুল আদব, বাবু মান আহাক্কুন নাসি বিহুসনিস সুহবাহ, হাদীস নং ৫৬২৬

১৬. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অনুবাদ: মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন্স, ২০০১), অনুচ্ছেদ: কওলুহু তা'য়ালা: ওওয়াস-সাইনাল ইনসানা বি ওয়লিদাইহি ইহসানা, পৃ. ৩৩, হাদীস নং ২

عن عبد الله بن عمر قال رضا الرب فى رِّضا الوالد و سخط الرب فى سخط الوالد

১৭. *পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩*, ধারা-৪

সীমাবদ্ধতা

আইনের ৪নং ধারায় পিতার অবর্তমানে দাদাদাদীকে এবং মাতার অবর্তমানে নানানানীকে ভরণ-পোষণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোন সন্তানের পিতা ও দাদা একইসাথে বর্তমান থাকাবস্থায় পিতা অক্ষম বা অবসর জীবনযাপন করলে কিংবা পিতা আয় করতে সক্ষম না হলে উক্ত সন্তানের উপরই তার পিতা ও দাদার দায়িত্ব একই সাথে বর্তাবে কিনা তা বলা হয়নি। আর যদি এ অবস্থায় পিতা ও দাদার দায়িত্ব বর্তায় তাহলে তার উপর একাধিক দায়িত্ব বর্তাবে। তা পালনে সে সক্ষম না হলে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তা উল্লেখ করা হয়নি।

জমহুর ফকীহ (হানাফী, শাফিঈ, হাম্বলী)-এর মতে, পৌত্র ও পৌত্রীর উপর দাদার ভরণ-পোষণ দেয়া ওয়াজিব। তিনি পিতার দিক থেকে (দাদা) হোন কিংবা মাতার দিক থেকে (নানা)। ওয়ারিস হন বা না হন এবং অন্য ধর্মের অনুসারী হলেও। যেমন পৌত্র মুসলিম ও দাদা কাফির অথবা দাদা মুসলিম ও পৌত্র কাফির। কেননা আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا 'আর পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।'[১৮] তাদের প্রয়োজন পূরণ করা সদ্ভাবে জীবনযাপনের অংশ। হাদীসে এসেছে, إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ. 'নিশ্চই তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের সর্বোত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমাদের সন্তানদের উপার্জন ভক্ষণ করো।'[১৯] উপরন্তু, দাদা পিতার সাথে সংযুক্ত, যদিও তিনি পিতা শব্দের আওতাভুক্ত নন।[২০]

অপরাধের দণ্ড

আইনের ৫ নং ধারার ১ নং উপধারায় পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ না করার দণ্ড বর্ণনা করা হয়েছে। কোন সন্তান কর্তৃক ধারা ৩ এর যে কোন উপধারার বিধান কিংবা ৪নং বিধান লংঘন অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে বা উক্ত অর্থদণ্ড অনাদায়ের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব তিন মাস কারাদণ্ড ভোগের বিধান রাখা হয়েছে।

আইনের ৫ নং-এর ২ নং উপধারায় বলা হয়েছে, কোন সন্তানের স্ত্রী বা ক্ষেত্র অনুযায়ী স্বামী কিংবা পুত্র কন্যা বা অন্য কোন নিকটাত্মীয়, পিতা-মাতা বা দাদাদাদী বা নানানানীর ভরণ-পোষণ প্রদানে বাধা প্রদান করেন অথবা অসহযোগিতা করেন

---

১৮. আল-কুরআন, ৩১ : ১৫

১৯. আবু দাউদ (সম্পা. ইজ্জত উবাইদ দা'আস) খ. ৩, পৃ. ৮০১, ইবনে মাজাহ (সম্পা.আলা হালাবী) খ. ২, পৃ. ৭৬৯, অব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা-এর হাদীস থেকে উদ্ধৃত করেন। *আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ*, খ. ১, পৃ. ৯৮

২০. *আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ*, খ. ১, পৃ. ৯৮

তিনিও অনুরূপ অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করেছেন বলে গণ্য হবে এবং উপধারা (১) এ উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[২১]

- **সীমাবদ্ধতা**

পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন অনুযায়ী পিতা-মাতার ভরণ পোষণ না দিলে অনূর্ধ্ব ১ লক্ষ টাকার অর্থদণ্ড বা অনাদায়ে সর্বোচ্চ তিন মাসের কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। শাস্তি প্রয়োগের দ্বারা অপরাধের জাগতিক প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে; কিন্তু তাতে পিতা মাতার অসহায়ত্বের প্রতিবিধানের কোন ব্যবস্থা নেই।

ইসলামে পিতা-মাতার অবাধ্যতাকে বড় পাপ ও কবীরা গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পিতা-মাতার অবাধ্যতার জন্য কোন শাস্তির বিধান রাখা হয়নি। তবে সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী শাস্তির বিধান প্রণয়ন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে আলিমদের সমন্বয়ে গঠিত শরী'আহ্ কাউন্সিল কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে তা প্রণয়নের পরামর্শ দিতে পারেন।

- **পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া কবীরা গুনাহ**

পিতা-মাতার অবাধ্য হলে এতে তারা কষ্ট পাবেন। তাদের কষ্ট দেয়া হারাম। এজন্য তাদের বৈধ আদেশ যা শরী'আহ্ পরিপন্থী নয় তা মান্য করা সন্তানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তাদের আনুগত্য করতে গিয়ে যদি আল্লাহ্র অবাধ্যতার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তা পালন করা যাবে না।

আবু বকরা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বললেন:

الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا الا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت

আমি কি তোমাদেরকে কবীরা গুনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মকগুলো সম্পর্কে অবহিত করবো না? কথাটি তিনি তিনবার বললেন। উত্তরে সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বলেন: আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যচরণ করা। তিনি হেলান দেয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসে বললেন: এবং মিথ্যা বলা। তিনি এ কথাটি বারবার বলছিলেন। আমি মনে মনে বললাম, আহা! তিনি যদি ক্ষান্ত হতেন।[২২]

পিতা-মাতার অবাধ্যতার শাস্তি দ্রুত কার্যকর হয়

ইসলামে আনুগত্য প্রাপ্তির অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার। পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ আল্লাহ্র নির্দেশেরই আনুগত্য। তাই পিতা-মাতার অবাধ্যতা প্রকারান্তরে

২১. *পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩*, ধারা-৫

২২. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৫৪৩৮

আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘনেরই নামান্তর। পিতা-মাতার বদদোয়া সন্তানের জন্য দুনিয়াতেই কার্যকর হয়ে যায়। আবু বাকরাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেছেন:

مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِى الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِى الآخِرَةِ مِنَ الْبَغْىِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ.

পিতা-মাতার আবাধ্যতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তি দুনিয়াতে অন্যান্য পাপের চেয়ে দ্রুত অপরাধীর উপর কার্যকর হয়। পরকালের শাস্তি তো আছেই।[২৩]

পিতা-মাতাকে কাঁদানো কবীরা গুনাহ

পিতা-মাতাকে কাঁদানোর অর্থ তাদের সাথে অন্যায় আচরণ করে তাদের মনে কষ্ট দিয়ে তাঁদের কাঁদানো। পবিত্র কুরআনে তাই তাঁদের সম্মুখে উহ্ শব্দটি উচ্চারণ করতে বারণ করা হয়েছে। তায়সালা রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি ইবনে উমার রা.-কে বলতে শুনেছেন:

بكاء الوالدين من العقوق والكبائر

পিতা-মাতাকে কাঁদানো তাদের অবাধ্যচরণ ও কবীরা গুনাহসমূহের শামিল।[২৪]

০৪. অপরাধের আমলযোগ্যতা

আইনের ৬নং ধারায় উল্লিখিত অপরাধকে আমলযোগ্য (cognizable), জামিনযোগ্য (bailable) এবং আপোষযোগ্য (compoundable) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

- **সীমাবদ্ধতা**
- **নমনীয়তা**

আইনের ৬নং ধারায় উক্ত অপরাধের আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা ও আপোষযোগ্যতার বিষয়ে বলা হয়েছে। এ আইনের অধীন অপরাধ আমলযোগ্য (cognizable), জামিনযোগ্য (bailable) ও আপোষযোগ্য (compoundable) হবে। এতে লক্ষণীয় যে, পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের বিষয়টি নমনীয়ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আরো কিছুটা কঠোরতা আরোপ করা প্রয়োজন ছিল।

০৫. অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ ও বিচার

পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ সংক্রান্ত অপরাধের বিচার কার্য পরিচালনার বিষয়ে ৭নং ধারার ১ উপধারায় বলা হয়েছে code of criminal procedure 1898 (act

২৩. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অনুচ্ছেদ: উকুবাতি উক্কিল ওয়ালিদাইন, হাদীস নং-২৯, পৃ. ৪৩

২৪. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অনুচ্ছেদ: বুকা-ইল ওয়ালিদাইন, হাদীস নং-৩১, পৃ. ৪৩

of 1898) এ যা কিছু থাকুক না কেন এ আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধ প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারযোগ্য হবে। একই ধারার ২নং উপধারায় বলা হয়েছে যে, এ আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট সন্তানের পিতা বা মাতার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত তা আমলে গ্রহণ করবে না।[২৫]

- **সীমাবদ্ধতা**
  - **অপরাধ আমলে নেয়া ও বিচার**

আইনের ৭নং ধারার ২নং উপধারায় বলা হয়েছে, কোন আদালত এ আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট সন্তানের পিতা বা মাতার লিখিত অভিযোগ ব্যতীত আমলে গ্রহণ করবেন না। অর্থাৎ আইনী প্রতিকারের জন্য লিখিত অভিযোগের শর্তারোপ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে পিতা-মাতার প্রতি অসদাচরণের অধিকাংশ পিতা-মাতা তা নীরবে সহ্য করেন বা মনোঃকষ্ট নিয়ে জীবন অতিবিহিত করেন। লিখিত অভিযোগ দায়ের করে আইনী প্রতিকার পাওয়ার মানসিকতা অধিকাংশ পিতা-মাতার থাকে না। সেক্ষেত্রে সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের যেসব কর্মী বাড়িবাড়ি গিয়ে মাতৃ ও শিশুদের খোঁজ খরব নেন, তাদেরকে প্রতি তিন মাস অন্তর নিজস্ব এলাকার প্রধানদের অবস্থা সম্পর্কে প্রতিবেদন দেয়ার অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। তা হলে সরকারের কাছে অতি সহজেই প্রবীণদের সাবিক অবস্থার একটা রিপোর্ট সংগৃহীত হবে এবং সে মতে পদক্ষেপ ও প্রতিকার বিধান করতে সুবিধা হবে। তা ছাড়া ইউনিয়ন, পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের সংরক্ষিত মহিলা মেম্বার ও কাউন্সিলরদের এই দায়িত্বে নিয়োজিত করা যেতে পারে। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগ প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে পারে।

০৬. আপোষ নিষ্পত্তি

আলোচ্য আইনে বিষয়টি আপোষ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আইনের ৮নং ধারার ১ উপধারায় বলা হয়েছে, এ আইনের অধীন প্রাপ্ত অভিযোগ আপোষ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা মেম্বার কিংবা ক্ষেত্রমত, সিটি কপোর্রেশন বা পৌরসভার মেয়র বা কাউন্সিলর কিংবা অন্য যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট আদালত প্রেরণ করতে পারবে। ৮নং ধারার ২ উপধারায় বলা হয়েছে, উক্ত আইনের অধীন কোন অভিযোগ আপোষ নিষ্পত্তির জন্য প্রেরিত হলে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান, মেয়র, মেম্বার বা কাউন্সিলর উভয় পক্ষকে শুনানির সুযোগ প্রদান করবেন এবং বিষয়টি নিষ্পত্তি করবেন এবং এরূপ নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ উপযুক্ত আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি

[২৫]. *'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩*, ধারা-৭

হয়েছে বলে গণ্য হবে।[২৬] ৯নং ধারায় বলা হয়েছে, সরকারি গেজেটের মাধ্যমে এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।

- **সীমাবদ্ধতা**
  - **আপোষ ও নিষ্পত্তি**

আইনের ৮নং ধারার ১ নং উপধারায় উক্ত বিষয়ে অভিযোগ আপোষ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা মেম্বার কিংবা ক্ষেত্রমত সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার মেয়র বা কাউন্সিলর অথবা অন্য যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করার কথা বলা হয়েছে। এখানে চেয়ারম্যান, মেম্বার, মেয়র বা কাউন্সিলর একটি গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠান হলেও 'অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি'র বিষয়টি স্পষ্ট নয়। গ্রামের মোড়ল বা মাতব্বরগণ অনেক সময় গ্রামের সালিশ পরিচালনা করে থাকেন; কিন্তু তাদের যোগ্যতা, জ্ঞান, নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত নয়। তাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ পাওয়া যায়। পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে তাদেরকে দায়িত্ব প্রদান করলে তারা কতটুকু সঠিক ও গ্রহণযোগ্য নিষ্পত্তি করতে পারবেন তা নিশ্চিত নয়। তা ছাড়া আইনের ২নং উপধারায় বলা হয়েছে, কোন অভিযোগ আপোষ নিষ্পত্তির জন্য প্রেরিত হলে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান, মেয়র, মেম্বার বা কাউন্সিলর উভয় পক্ষকে শুনানির সুযোগ দিয়ে তা নিষ্পত্তি করবেন, যা আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে তাদেরকে আদালতের সমপর্যায়ের মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

ইসলামের বিধানে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের পর 'উলিল আমর'-এর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং তাদের আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলিল আমর তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি প্রত্যার্পণ কর। যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক থেকে উত্তম।[২৭]

'উলিল আমর' এর ব্যাখ্যা : উলিল-আমর' আভিধানিক অর্থে সে সমস্ত লোককে বলা হয়, যাদের হাতে কোন বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত থাকে। সে কারণেই

[২৬]. *'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩*, ধারা-৮

[২৭]. আল-কুরআন, ৪ : ৫৯

ইবনে আব্বাস রা., মুজাহিদ ও হাসান বসরী রহ. প্রমুখ মুফাসসিরগণ আলিম ও ফকীহ্ সম্প্রদায়কে 'উলিল-আমর' সাব্যস্ত করেছেন। তাঁদের হাতেই দীনী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত। মুফাসসিরীনের অপর একদল, যাদের মধ্যে আবু হুরায়রা রা. প্রমুখ সাহাবায়ে কিরামও রয়েছেন, তারা বলেছেন যে, 'উলিল-আমর'-এর অর্থ হচ্ছে, সে সমস্ত লোক যাদের হাতে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত। এছাড়া তফসীরে ইবনে কাসীর এবং তফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ শব্দটির দ্বারা (আলিম ও শাসক) উভয় শ্রেণীকেই বোঝায়। কারণ, নির্দেশ দানের বিষয়টি তাঁদের উভয়ের সাথেই সম্পর্কিত।[২৮]

মাতা পিতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ পর্যালোচনায় বলা যায়, সন্তান ও পিতা-মাতার সম্পর্ক খুবই আন্তরিক ও গভীর। ধর্মীয় দিক থেকে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ-এর প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আইনী প্রতিকারের মাধ্যমে শ্রদ্ধাবোধ, মর্যাদা ও সদাচরণ আদায় করার দৃষ্টান্ত নেই বললেই চলে। মূলত পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক এমন নয় যে, পিতা-মাতা তার ভরণ-পোষণ ও সদাচরণ প্রাপ্তি মামলা বা অভিযোগ দাখিল করে তা সন্তানের নিকট থেকে আদায় করবেন। বিষয়টি যতটুকু না আইনী তার চেয়ে অনেক বেশি নৈতিক ও মূল্যবোধ সম্পর্কিত। বাংলাদেশে ইতঃপূর্বে এমন আইন ছিল না। বর্তমানে সমাজের অবক্ষয়, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের স্খলনের ফলে এ জাতীয় বিষয়ে আইন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে আইনটি প্রণয়ন করা হয়। সমাজের সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষার অনুশীলন ও চর্চা, নৈতিকতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধসহ উন্নত চরিত্র বিরাজমান থাকলে এ আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হতো না। তাই পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ভালোবাসা, তাদের প্রতি সদাচরণের গুরুত্ব এবং এর ইহকালীন ও পরকালীন প্রতিদান ও শাস্তি এবং সার্বিক মূল্যায়ন সমাজের প্রত্যেক স্তরে বিকাশের প্রয়োজন। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি আইনটিকে আরো গঠনমূলক ও কার্যকর করার মাধ্যমে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করা সম্ভব।

ইসলামে পিতা-মাতার প্রতি সদাচারণের গুরুত্ব

আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাতের পরপরই পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের প্রতি পবিত্র কুরআনে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পিতা-মাতার মাধ্যমেই মানুষ পৃথিবীতে আগমন করে, এ কারণে সন্তানের জীবনে পিতা-মাতার অবদান অতুলনীয়। হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক আদায়ের পর বান্দার হকের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বান্দার হকের মধ্যে পিতা-মাতার হক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পিতা-মাতার মর্যাদা অনেক উচু, যা পবিত্র

২৮. 'মুফতী মুহাম্মদ শাফী', *তাফসীর মা'আরেফুল ক্বোরআন*, পৃ. ২৬০

কুরআনের বর্ণনা থেকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কেননা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর অধিকারের পাশাপাশি পিতা-মাতার অধিকারের বিষয়ে বলা হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতার পাশাপাশি পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে পিতা-মাতার মর্যাদা ও সদাচরণের বিষয়ে আলোচনা করা হলো :

আল্লাহর পর পিতা-মাতার প্রতি সদাচারণ-এর নির্দেশ

পিতা-মাতার প্রতি আচরণ ও ব্যবহার বিষয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًاوَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرً

তোমার রব ফয়সালা করে দিয়েছেন তোমরা তাঁর ইবাদাত ছাড়া অন্য কারোর ইবাদাত কর না, পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর। যদি তোমাদের কাছে তাদের কোনো একজন বা উভয় বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহলে তাদেরকে "উহ্" পর্যন্তও বল না এবং তাদেরকে ধমকের সুরে জবাব দিও না বরং তাদের সাথে সম্মান ও মর্যাদার সাথে কথা বল। আর দয়া ও কোমলতা সহকারে তাদের সামনে বিনম্র থাক এবং দু'আ করতে থাকো এই বলে, "হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর, যেমন তারা (দয়া, মায়া, মমতা সহকারে) শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।"[২৯]

আলকুরআনুল কারীমের উপরোক্ত আয়াত দুটি থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়:

প্রথমত, আল্লাহ্ তা'আলার হক আদায়ের পর মানুষের উপর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করা। কেননা, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্র একত্বের পর সর্বপ্রথম নির্দেশেই পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার-এর নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, পিতা-মাতা যখন বার্ধক্যে উপনীত হন তখন তাদের মেজাজ কিছুটা খিটখিটে হয়ে যেতে পারে এবং বয়সের কারণে তাদের আচরণে অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে থাকলে তা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা। তাদের কথা খুশীমনে মেনে নেয়া। তাদের কোন কথায় বিরক্ত হয়ে জবাবে উহ্ শব্দটি উচ্চারণ না করা অথবা তাদের সাথে এমন আচরণ না করা যাতে তারা উহ্ শব্দটি উচ্চারণ করেন। ধমকের সুরে বা উচু কণ্ঠে বা কর্কশ ভাষায় তাদের সাথে কথা না বলা। আমাদের শৈশবকালের কথা স্মরণ করা যে, তারা আমাদের প্রতি কীরূপ অনুগ্রহ করেছেন।

২৯. আল-কুরআন, ১৭ : ২৩-২৪

তৃতীয়ত: পিতা-মাতার মান সম্মানের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা। কথা বলার সময় তাদের সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখা। বয়সের শেষ পর্যায়ে এসে যখন তারা দুর্বল হয়ে পড়েন তখন তাদের প্রতি বিশেষভাবে নজর দেয়া। বয়সের কারণে তাদের মান অভিমান অনুধাবন করা এবং বিরক্ত হয়ে তাদের সম্মুখে এমন কথা না বলা যা তাদের মান-সম্মানের পরিপন্থী হয়।

চতুর্থত: আচার আচরণ ও ব্যবহারে তাদের সাথে বিনয়ী ও কোমল স্বভাবের আচরণ প্রকাশ করতে হবে। আনুগত্যের সাথে মাথা অবনত রাখা, তাদের নির্দেশ মনযোগ দিয়ে শ্রবণ করা এবং পালন করা। বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদের খেদমতে নিয়োজিত থাকা; কিন্তু এক্ষেত্রে বিরক্তি, অহমিকা বা অনুগ্রহ প্রকাশ না পাওয়া উচিত। কেননা এ রকম সেবা ও পরিচর্যা আমাদের নিকট তাঁদের প্রাপ্য। তাঁদের সেবা ও পরিচর্যা করার সুযোগ লাভে আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ – وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ -

আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু বছরে হয়। আমি নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থাপন করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করবো।[৩০]

উপরোক্ত আয়াতের বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, প্রথমত, আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াতে সন্তানের জন্য মায়ের কষ্টের বর্ণনা, বিশেষ করে তাকে কত কষ্টে তার মা গর্ভে ধারণ করেছেন তার বর্ণনা, সন্তানের প্রতি মায়ের অনুগ্রহ, সন্তানকে দুধ পান করানো ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আয়াতে 'আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও' দ্বারা আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতার পরপরই পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্র প্রতি অবাধ্যতা প্রকাশ পায় এমন

৩০. আল-কুরআন, ৩৯ : ১৪-১৫

কোন নির্দেশ পিতা-মাতা প্রদান করলে তার আনুগত্য করা যাবে না। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে সহঅবস্থানের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত প্রতিটি কাজের মধ্যেই সওয়াব ও কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ্র আনুগত্যের মাধ্যমেই তার নৈকট্য অর্জন করা যায়। এত সব আমলের মধ্যে পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণকে রাসূলুল্লাহ স. আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল বলে ঘোষণা করেছেন,

عن عبد الله قال سألت النبى صلى الله عليه وسلم اى العمل احب الى الله عز و جل قال الصلاة على وقتها قلت ثم اى قال ثم الجهاد فى سبيل الله قال حدثنى بهن ولو استزدته لزادنى-

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি নবী স. কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি? তিনি বলেন: পিতা-মাতার সাথে সদাচার। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেন: আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আমাকে এসব বিষয়ে বললেন। আমি আরো জিজ্ঞেস করলে তিনি অবশ্যই আমাকে আরো বলতেন।[৩১]

পিতা-মাতার সাথে নম্রভাবে কথা বলার নির্দেশ

পিতা-মাতার সাথে কোমল ব্যবহার এবং নম্র ভাষায় বিনয়ী হয়ে কথা বলার নির্দেশ দেওয়ার কারণ হলো, বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হলে তারা অনেক সময় স্বাভাবিক আচরণ নাও করতে পারেন। তখন তাদের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যেতে পারে বা কোন বিষয়ে অধৈর্য হয়ে পড়তে পারেন। সেই অবস্থায়ও সন্তানকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং কোমল ভাষায় কথা বলতে হবে।

তায়সালা ইবনে মায়্যাস রহ. বলেন, আমি যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলাম। আমি কিছু পাপকাজ করে বসি, যা আমার মতে কবীরা গুনাহ্র শামিল। আমি তা ইবনে উমার রা.-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা কী? আমি বললাম, এই ব্যাপার। তিনি বলেন, এগুলো কবীরা গুনাহ্র অন্তর্ভুক্ত নয়। কবীরা গুনাহ নয়টি : (১) আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, (২) নরহত্যা, (৩) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন, (৪) সতী-সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে যিনার মিথ্যা অপবাদ রটানো, (৫) সুদ খাওয়া, (৬) ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, (৭) মসজিদে ধর্মদ্রোহী কাজ করা, (৮) ধর্ম নিয়ে উপহাস করা, (৯) সন্তানের অসদাচরণ যা পিতা-মাতার কান্নার কারণ হয়। ইবনে উমার রা. আমাকে বলেন, তুমি কি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে ও জান্নাতে প্রবেশ

৩১. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ* (অনুবাদ ও সম্পাদনা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, ঢাকা), অধ্যায়: শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদ: আল বিররি ওয়াস সিলাহ, হাদীস নং- ৫৪৩২, খ. ৯, পৃ. ৩৮৯; ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১, পৃ. ৩৩

করতে চাও? আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তাই চাই। তিনি বলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, আমার মা জীবিত আছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বললে ও ভরণ-পোষণ করলে তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদি করীরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকো।[৩২]

পিতা-মাতার দুআ কবুল হয়

পিতা-মাতা সন্তানের জন্য আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতস্বরূপ। সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দু'আ কবুল হয়। তাই তাদের দু'আ নিতে হবে এবং বদদু'আ থেকে বাঁচতে হবে। বদদু'আ থেকে বাঁচার উপায় হলো তাদের প্রতি অসদাচরণ না করা। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন:

ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر و دعوة الوالدين علي والدهما

তিনটি দু'আ অবশ্যই কবুল হয়, এতে কোন সন্দেহ নেই। (১) মজলুম বা নির্যাতিতের দু'আ, (২) মুসাফিরের দু'আ এবং (৩) সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দু'আ।[৩৩]

মৃত্যুর পরেও পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার

ইসলাম পিতা-মাতার প্রতি আচরণকে এতই গুরুত্ব প্রদান করেছে যে, তাদের মৃত্যুর পরও তাদের প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর তা হলো, তাদের জন্য দু'আ করা, তাদের বৈধ ওসিয়ত পূর্ণ করা, তাদের বন্ধু-বান্ধবগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের দিক থেকে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে এমন আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা।

উসাইদ রা. বলেন, আমরা নবী স.-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোন অবকাশ আছে কি? তিনি বলেন: হ্যাঁ, চারটি উপায় আছে। (১) তাদের জন্য দু'আ

৩২. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অনুচ্ছেদ: পিতা-মাতার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৮, পৃ. ৩৫

حدثنى طيسلة بن مياس قال كنت مع النجدات فاصبت ذنوبا لا اراها الا من الكبائر فذكرت ذالك الابن عمر قال ما هي قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن تسع الاشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف و قذف المحصنة واكل الربا و اكل مال اليتيم والحاد في المسجد والذى يستسخر و بكاء الوالدين من العقوق قال لى ابن عمر اتفرق من النار وتحب ان تدخل الجنة قلت اى والله قال احى والداك قلت عندى امى قال فوالله لو النت لها الكلام واطعمتها الطعام لتخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر–

৩৩. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অনুচ্ছেদ: দা'ওয়াতিল ওয়ালিদাইন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩২, পৃ. ৪৪

করা, (২) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, (৩) তাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা এবং (৪) তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা ও তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয়।[৩৪]

ও.আই.সি সম্মেলনের ঘোষণা

ও.আই.সি-এর উদ্যোগে ১৯৯০ সালের ৩১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত ৬ দিন ব্যাপী ও.আই.সি.ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন মিসরের রাজধানী কায়রোতে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের সর্বশেষ দিন ৫ আগস্ট "The Cairo Declaration Of Human Rights In Islam" সর্বসম্মত মতের ভিত্তিতে অনুমোদন করা হয়। উক্ত ঘোষণাপত্রের অনুচ্ছেদ ৭ এ সন্তান ও পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

Article-7:

(a) As of the moment of birth, every child has rights due from the parents, society and the state to be accorded proper nursing, education and material, hygienic and moral care. Both the fetus and the mother must be protected and accorded special care.

(b) Parents and those in such like capacity have the right to choose the type of education they desire for their children, provided they take into consideration the interest and furure of the childred in accordance with ethical values and the principles of the shariah.

(c) Both parents are entitled to certain rights from their children, and relatives are entitled to rights from their kin, in accordance with the tenets of the shariah.[35]

৩৪. ইমাম বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অনুচ্ছেদ: বিররিল ওয়ালিদাইনি বা'দা মাওতিহিমা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৫, পৃ. ৪৬

عن اسيد يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقى من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما قال نعم خصال أربع الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدها وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك الا من قبلها

৩৫. *The Cairo Declaration of Human Rights in Islam*, Organized by OIC (Organization of Islamic Cooperation) in the Nineteenth Islamic

অনুচ্ছেদ: ৭

(ক) জন্ম গ্রহণের প্রাক্কালে, প্রত্যেক শিশুর তার পিতা-মাতা, সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষ হতে যথাযথ পরিচর্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসম্মত যত্ন এবং নৈতিক তত্ত্বাবধান পাবার অধিকার রয়েছে। ভ্রূণ এবং মা অবশ্যই সুরক্ষিত এবং বিশেষ যত্নে থাকবে।

(খ) পিতা-মাতার বা দায়িত্বপ্রাপ্তদের অধিকার রয়েছে যে, তাদের ইচ্ছানুযায়ী সন্তানকে শিক্ষা প্রদান এবং ভবিষ্যতের জন্য গঠন করা নৈতিক মূল্যবোধ এবং শরী'আহ-এর মূলনীতির আলোকে।

(গ) পিতা-মাতা উভয়ই সন্তান-এর নিকট হতে অনুরূপ অধিকার রয়েছে এবং আত্মীয়দেরও তাদের পরস্পরের নিকট হতে শরী'আহ্-এর আলোকে অধিকার রয়েছে।

ও.আই.সি.-ভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনে শিশুদের অধিকার বর্ণনা করা হয়েছে এবং সন্তানের পক্ষ থেকে পিতা-মাতার জন্যও অনুরূপ অধিকার রয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শিশুদের জন্য অধিকার রয়েছে তার পিতা-মাতা, সমাজ ও রাষ্ট্রের নিকট হতে, অনুরূপভাবে পিতা-মাতার জন্যও তাদের নিকট হতে অধিকার রয়েছে।

'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩'-এর বিষয়ে সুপারিশ ও প্রস্তাবনা

এক. পৃথক কারাদণ্ডের বিধান অন্তর্ভুক্ত করণ : কেননা বিদ্যমান আইনে শুধু আর্থিক দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ৬ মাস বা ১ বছর কারাদণ্ড অথবা আর্থিক দণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আইনের ৫নং ধারার (১) উপধারায় "উক্ত অপরাধের জন্য ছয় মাস থেকে এক বছরের কারাদণ্ড বা এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে" সংযুক্ত করা যেতে পারে।

দুই. শিরোনামে সদাচরণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ: পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইনটির শিরোনাম "পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ ও সদাচরণ আইন" করা যেতে পারে, সদাচরণ এর সংজ্ঞায় "শ্রদ্ধাবোধ, সম্মান প্রদর্শন, আনুগত্য করা, শারীরিক ও মানসিকভাবে কষ্ট না দেওয়া, উচ্চ স্বরে ও কর্কশ ভাষায় কথা না বলা, যে কোন কথা বা কাজ দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কষ্ট না দেওয়া, তাদের প্রতি অবহেলা না করা"-কে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

Conference of Foreign Ministers, held in Cairo, Arab Republic of Egypt, From 9-14 Muharram 1411/31 July to 5 August 1990

তিন. বিদ্যমান আইনের ৩নং ধারার ৪নং উপধারা এর সাথে নিম্নোক্তভাবে সংযুক্ত করা যেতে পারে, ৩ (৪) "অথবা কোন সন্তান তার পিতা-মাতার প্রতি এমন আচরণ করবে না, যাতে পিতা বা মাতা বা উভয়ে স্বেচ্ছায় সন্তানের বাসস্থান থেকে আলাদা হয়ে যেতে বাধ্য হন।"

চার. 'যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ'-এর ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্তকরণ : বিদ্যমান আইনের ৩ নং ধারায় ৭নং উপধারায় বর্ণিত "সন্তান তার মাসিক আয় বা বাৎসরিক আয় হইতে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ অর্থ পিতা বা মাতা বা উভয়কে প্রদান করবে" এর সাথে অন্য একটি উপধারা যুক্ত করে 'যুক্তিসঙ্গত' পরিমাণ অর্থ এর ব্যাখ্যা দেয়া যায় এভাবে যে, "যা দ্বারা তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা ব্যয় বহনের ন্যূনতম অর্থ সংকুলান হয়"।

পাঁচ. সন্তানহীন পিতা-মাতার দায়িত্ব গ্রহণ : যে সকল পিতা-মাতার সন্তান নেই বা সন্তানের কর্মসংস্থান নেই বা সন্তান আয় রোজগার করতে অক্ষম বা বিকলাঙ্গ তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সরকার কর্তৃক গ্রহণ করার জন্য বিধি প্রণয়ন করা।

ছয়. শিক্ষা ব্যবস্থায় বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ: সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থার সকল স্তরের পাঠ্যসূচিতে পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের গুরুত্ব, নৈতিক শিক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, পিতা-মাতার প্রতি উত্তম আচরণের ধর্মীয় নির্দেশনা, পরকালীন জবাবদিহিতা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা এবং উল্লিখিত বিষয়সমূহ সরকারের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও বেসরকারি ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার করার মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

সাত. কঠোরতা আরোপ: বিদ্যমান আইনের ৬নং ধারার আমলযোগ্যতা, জামিন যোগ্যতা ও আপোষযোগ্যতার ক্ষেত্রে নমনীয়তা পরিহার করে আরো কঠোরতা আরোপ করা এবং বিচারিক আদালতের পরিধি ১ম শ্রেণী জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সীমাবদ্ধ না রেখে এর পরিধি বৃদ্ধি করা।

আট. সহায়ক আইন প্রণয়ন: বিদ্যমান আইনের ৩নং ধারার উপধারা (৩) এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর সহায়ক আইন প্রণয়ন করা। যথা: সরকারি স্বায়ত্বশাসিত বা বেসরকারি কর্মক্ষেত্রসমূহের কর্মরতদের মধ্যে ক্ষেত্র অনুযায়ী তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস বা চিকিৎসার সুবিধার্থে তাদের অনুকূল বিভাগ, জেলা, থানা বা কর্মস্থলে পদায়ন (posting)-এর বিধি প্রণয়ন করা।

উপসংহার

সন্তানের জন্য পিতা-মাতা হলেন আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে সন্তানের লালনপালন ও তাদেরকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে 'পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে পিতা-মাতার গুরুত্ব অনেক বেশি। তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ভালোবাসা, বিনয়ী আচরণ ও তাদের জন্য ব্যয় করার বিষয়ে ইসলামে দিক নির্দেশনা রয়েছে। বিশেষভাবে বৃদ্ধ বয়সে তাদের প্রতি ভালো আচরণ, সেবা-যত্ন, সময় দান করা এবং আল্লাহ্র নিকট তাদের জন্য দু'আ করার শিক্ষা ইসলাম প্রদান করেছে। তবে ইসলাম তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারের জন্য আইন নির্দিষ্ট করে দেয়নি। রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে প্রয়োজন অনুযায়ী পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ বাস্তবায়নের জন্য শরী'আহ্সম্মত পদ্ধতিতে কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে বিধান প্রণয়ন করতে পারবে। ইসলামে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। মূলত পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ যতটা না আইনগত তার চেয়ে বেশি নৈতিক ও ধর্মীয় এবং সামাজিক মূল্যবোধ-এর সাথে সম্পৃক্ত। মৌলিক অবক্ষয়ে জর্জরিত ও নৈতিক স্খলনে পতিত কোন সমাজে আইন দিয়ে নৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্য জনসাধারণকে বাধ্য করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন সমাজের সর্বস্তরের নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার অনুশীলন ও সামাজিক সচেতনতা। তাই আইন প্রণয়নের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের নৈতিক, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও জবাবদিহিতার অনুশীলন প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে বিষয়টি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্তকরণ এবং রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা প্রচারের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা খুবই জরুরী। পাশাপাশি এ বিষয়ে আইনটি আরো সময়োপযোগী ও কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তাহলেই সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ নিশ্চিত হবে, নির্বিঘ্ন হবে তাদের অধিকার প্রাপ্তি।